গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ৫,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করে ভাতা বাবদ ৩ বছরে ৭,৪৩৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মোট ৭০২১ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বাবদ ৩ বছরে প্রায় ৬৬৬.৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২৩,০৪৫ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। গত ৩ বছরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা বাবদ প্রায় ৭.২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের ২৯৫১ ছাত্র/ছাত্রী-কে প্রায় ৮.৮৭ কোটি টাকা বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় তালিকা, লালমুক্তিবার্তাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা, সকল ধরনের গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাসহ বিদ্যমান বামুস ও সাময়িক সনদ-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ডিজিটাইজেশন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে জেলা ও উপজেলায় মোট ২৯৩টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারাদেশে ২০৫৫টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণসহ ভূ-গর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১ জন নারীকে মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) হিসাবে গেজেট প্রকাশকরণসহ ১০,০০০/- টাকা হারে সম্মানীভাতা প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন, গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়নের আবেদন সীমিত জনবল নিয়ে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত রিট ও অন্যান্য মামলাসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ ও মহানগর/জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

লালমুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ও জামুকার সুপারিশকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পর্যায়ক্রমে গেজেটে প্রকাশ। পর্যায়ক্রমে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের নিমিত্ত সারাদেশে ৮ (আট) হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ ও শেয়ারিং পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক/আবাসিক ভবন নির্মাণ, নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ এবং বিদ্যমান "The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order)"কে বাংলা ভাষায় "বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট" আইনে রূপান্তরপূর্বক হালনাগাদকরণ। সম্মানি ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের G2P (ইলেকট্রনিক) পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা প্রদানের করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১.৮৫২ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের এবং ৭০২১ জন যুদ্ধাহত ও খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা প্রদানসহ কমপক্ষে ৩৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- ২৩,০৪৫ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধাসহ ২৯০০ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান;
- ২৪০০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনাসহ) নাম সংশোধনীসহ গেজেটে প্রকাশ ও গেজেট সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি এবং ১০০০টি সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তি ও ১২০০ জনকে প্রত্যয়নকরণ;
- ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য ৪০ টি ফ্ল্যাট/ইউনিট এবং ৩ টি জেলা ও ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ; এবং
- G2P পদ্ধতির মাধ্যমে (ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে) পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ৩৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতা প্রদান।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: